মোবা: নং -০১৭১৩৭৪১৬৮৬
ই-মেইল -debesh00007@gmail.com

ধর্মাচার্য পণ্ডিত দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

দেবেশ চন্দ্র সান্যাল একজন ধর্মাচার্য। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার হাবিবুল্লাহ নগর ইউনিয়নাধীন রতন কান্দি গ্রামে। তাঁর পিতৃদেবের নাম দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল। মাতৃদেবীর নাম-নিলীমা রাণী সান্যাল। তাঁর জন্ম বাংলা ১৩৬১ সালে ৯ অগ্রহায়ন রবিবার ইংরেজি ১৯৫৪ সালের ২৬ নভেম্বর। সার্টিফিকেট অনুসারে তাঁর জন্ম তারিখ ২৬-০৯-১৯৫৮ ইং। তাঁর আবির্ভাব তিথি শ্রী শ্রী রাসপূর্ণিমা তিথি।

ব্যক্তি জীবন:

তিনি পৈতা/নগুন গ্রহনের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পূর্ব পর্যন্ত বাড়িতে থেকে পারিবারিক শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ সেবা আশ্রমের একজন সেবাইত হিসেবে দায়িত্ব পালন সহ পারিবারিক অন্যান্য দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অল্প দিনের মধ্যে তাঁর সোনালী ব্যাংকে চাকরি হয়। তিনি পড়া লেখা বাদ দিয়ে ২২-০৯-১৯৮০ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন।

তাঁরা ৪ ভাই ১ বোন। তাঁরা ভাই বোন হলেন ১. দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল (সুকুমার) ২. সমরেন্দ্র নাথ সান্যাল (ভবেশ) ৩. দেবেশ চন্দ্র সান্যাল, ৪. সৌমেন্দ্র নাথ সান্যাল (সমেন) ও ৫. একমাত্র বোন দুলালী রাণী সান্যাল।

শিক্ষা জীবন:

তিনি ১৯৭৪ সালে এস.এস সি (বিজ্ঞান), ১৯৭৬ সালে এইচ.এস.সি (বাণিজ্য)। ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্নদের বোর্ড কর্তৃক একত্রিত করা হয়েছিল। যে কারণে তিনি ১৯৭৯ সালে বি.কম পাশ করেন। ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে এম.কম (মার্কেটিং) এ ভর্তি হন। তিনি ১৯৯৬ সালে সংস্কৃতে উপাধি (কাব্যতীর্থ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

“বাংলাদেশ, জন্মে তাঁর ভূমিকা-

তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেনির ছাত্রাবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। তিনি ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে ৭ নম্বর সেক্টরের অধীনে থেকে একটি গেরিলা গ্রুপের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ১. বেলকুচি থানা অপারেশন,২. পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন অ্যাম্বুস ৩. পাকিস্তানি সৈনিক ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে বেলকুচি থানার কল্যানপুরযুদ্ধ ও ৪. শাহজাদপুর থানার সোনাতনী ইউনিয়নের ধীতপুর

নামক স্থানে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত।

কর্ম জীবন ও পেশা:

তিনি একজন ব্যাংকার। তিনি ৩৮ বছর ৪ দিন সোনালী ব্যাংকে চাকরি করেছেন। তিনি ৩টি উপজেলা শাখা সহ ৫টি শাখায় ১০ বছর ৯ মাস ৩ দিন ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২৫-০৯-২০১৮ তারিখে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি চাকরির পাশাপাশি বংশীয় দায়িত্ব হিসেবে গুরু পরম্পরার নিত্যানন্দ পরিবারের আধ্যাত্মিক গুরুর দায়িত্ব পালন করেছেন।

সংসার জীবন

তিনি ১৯৮২ সালের ৪ আগষ্ট (বাংলা ১৩৮৯ সালের ১৮ শ্রাবন) বুধবার নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার ইটালি ইউনিয়নের মুন্সি বাঁশ বাড়িয়া নামক গ্রামে বিবাহ করেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম- নিভা রানী মুন্সী। তাঁর শশুর মহাশয়ের নাম রবীন্দ্র নাথ মুন্সী। তাঁর শাশুরী মাতার নাম-সবিতা রানী মুন্সী। তিনি ৩ সন্তানের জনক। তাঁর সন্তানদের নাম- ১. চন্দনা সান্যাল, ২. উত্তম কুমার সান্যাল, ও ৩. বন্দনা সান্যাল।

সামাজিক কর্মকান্ড:

তিনি ছোট বেলা থেকে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অণুরাগী। তিনি ঝিকিমিকি কচি কাঁচার মেলা, গ্রন্থসুহৃদ সমিতি (রেজি নং: ৭১) একটি ভ্রাম্যমান গণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির কেন্দ্রীয় আজীবন সদস্য ও শাহজাদপুর উপজেলা শাখার সভাপতি। তিনি শ্রী শ্রী গীতা সংঘ, বাংলাদেশ, ঢাকা এর আজীবন সদস্য, তিনি ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা নবযুগ, লোকনাথ, সুদর্শণ, সংস্কার পঞ্জিকা এর অনুমোদক পন্ডিত।

লেখা লেখি।

তিনি বিভিন্ন পত্রিকা ও বইতে ধর্ম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে লেখা লেখি করে থাকেন। দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক বাংলা-৭১, মাসিক সমাজ দর্পন, মাসিক শ্রী শ্রী গৌরবানী, মাসিক ভারত বিচিত্রা ও মাসিক নিরীক্ষা সহ বিভিন্ন পত্রিকা ও বইতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তার একক বই এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ কথা ও অন্যান্য ই-বুক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর যৌথ প্রকাশনা বই গুলো হলো-১. গৌরব ও বেদনার একাত্তর ২. রণাঙ্গণ ৭১, ৩. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কথা। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য পত্রিকার সংবাদ দাতা/প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

<u>পুরস্কার ও সম্মাননা।</u>

<u>তিনি রাষ্ট্রীয় কোন পুরস্কার ও সম্মাননা নাই।</u>

<u>তিনি বেসরকারী তিনটি সংস্থার পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।</u>

লেখিকা: **নিভা রানী সান্যাল, সহধর্মিনী ও সুগৃহিনী।**